ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
******

স-৩৮২৫

উদয়পুর, ২৪ নভেম্বর, ২০২৩

কিল্লায় রাজ্যভিত্তিক কমলা উৎসবের উদ্বোধন

রাজ্যে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে কমলা চাষের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে ঃ কৃষিমন্ত্রী

কমলালেবু একটি অর্থকরি ফসল। কমলা চাষের মাধ্যমে আত্মনির্ভর হওয়ার যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। কিল্লা ব্লকের উত্তর বড়মুড়া এলাকা কমলা চাষের জন্য একটি আদর্শ জায়গা। আজ কিল্লা ব্লকের উত্তর বড়মুড়া ভিলেজ প্রাঙ্গণে রাজ্যভিত্তিক কমলা উৎসবের উদ্বোধন করে এই কথা বলেন কৃষি ও কৃষক কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী রতনলাল নাথ। তিনি বলেন, রাজ্য সরকার কমলা চাষিদের পাশে আছে। রাজ্যে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে কমলা চাষের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এতে উৎপাদিত কমলার গুণমান ভাল হবে। তিনি বলেন, ২২৪ জন কমলা চাষিকে বাগান পরিচর্চার জন্য ২০ হাজার টাকা করে দেওয়া হয়। তিনি বলেন, সারা রাজ্যের ৩ হাজার ৭২৯ হেক্টর জমিকে কমলা চাষের আওতায় আনা হয়েছে। বছরে ফলন হয়েছে প্রায় ১৪ হাজার ৭৭৫ মেট্রিকটন। আয় হয়েছে ১৮ কোটি ৫৬ লক্ষ টাকা। এখন রাজ্যের কাঁঠাল, আনারস, আদা, বেল, তেঁতুল বিদেশে রপ্তানী করা হয়। তিনি বলেন, রাজ্য সরকার প্রতিটি পরিবারকে আর্থিক দিক দিয়ে স্বাবলম্বী করার উদ্যোগ নিয়েছে। রাজ্যে বর্তমানে ৫১ হাজার ২৫৪টি স্ব সহায়ক দল রয়েছে। এর সঙ্গে যুক্ত রয়েছে ৪ লক্ষ ৬৬ হাজার ৮৫৩ জন মহিলা। তিনি বলেন, রাজ্য সরকার অন্তিম ব্যক্তির উন্নয়নের মাধ্যমে আত্মনির্ভর ভারত গড়ে তোলার জন্য কাজ করছে।

অনুষ্ঠানে বিধায়ক রামপদ জমাতিয়া বলেন, কিল্লা এলাকায় নতুন করে ২৫০ কানি জমি কমলা চাষের আওতায় আনা হবে। ব্লক এলাকার রাস্তাগুলিকে সংস্কার করে পরিকাঠামোগত উন্নয়নের জন্য উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। বিধায়ক অভিষেক দেবরায় বলেন, কৃষির মাধ্যমে রাজ্যের বেকার যুবক যুবতীদের স্বনির্ভর করে তোলার যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। কিল্লা এলাকার কমলাচাষি সহ রাজ্যের কমলা চাষিদের উৎসাহ প্রদান করার জন্য এই রাজ্যভিত্তিক কমলা উৎসবের আয়োজন করা হয় বলে তিনি জানান।

অনুষ্ঠানে এছাড়া উপস্থিত ছিলেন গোমতী জেলার অতিরিক্ত জেলাশাসক ও সমাহর্তা সুমিত লোধ, আগরতলা কৃষি মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ অধ্যাপক পি কে মাইতি, সমাজসেবী জয় কিশোর জমাতিয়া, সমাজসেবী রতীন্দ্র জমাতিয়া প্রমুখ। স্বাগত বক্তব্য রাখেন কৃষি দপ্তরের অধিকর্তা ডক্টর পি বি জমাতিয়া। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কিল্লা ব্লকের বিএসি'র চেয়ারম্যান বাগানহরি মলসম। এদিন মেলা প্রাঙ্গণে ২০টি স্টল খোলা হয়। এদিন কমলাচাষিদের উৎসাহ প্রদানের জন্য প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। এই প্রতিযোগিতায় প্রথম সুব্রত কলই, দ্বিতীয় বিজলি কলই, তৃতীয় রাজেন্দ্র কলই এর হাতে পুরস্কার তুলে দেন উপস্থিত অতিথিগণ। এছাড়া কৃষি দপ্তরের পক্ষ থেকে কৃষি যন্ত্রপাতি দেওয়া হয়।

******